Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 23-04-2026 14:26 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৯ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। বৃহস্পতিবার ২৩ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩২০ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

বাংলার ভোট দেখতে ভিনদেশিদের ভিড়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এলেন প্রতিনিধির

বিস্ফোরণে মোদিকে ওড়ানোর হুমকি ইমেল, খতম তালিকায় মুখ্যমন্ত্রীরাও, জারি হাই অ্যালার্ট

যুদ্ধের ভয়ংকর পরিণতি, সমুদ্রে মিশছে বিপুল পরিমাণ তেল, ক্ষতিগ্রস্ত জলজীবন!

উত্তপ্ত বাংলার ভোট ময়দান

কোথাও কনভয়ে হামলা, কোথাও ফাটল মাথা

কমিশনে জমা পড়ল অভিযোগের পাহাড়

নয়া জামানা ডেস্ক সাতসকালে ভোট শুরু হতেই উত্তপ্ত বাংলার একাধিক জেলা। বীরভূমে বিজেপি এজেন্টের মাথা ফাটা থেকে শুরু করে মুর্শিদাবাদে প্রার্থীর কনভয়ে হামলা; সংঘাতের ছবি ধরা পড়ল সর্বত্র। নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সকাল ১১টা পর্যন্ত মূল দফতরে জমা পড়েছে ২৬০টি অভিযোগ। পাশাপাশি সি-ভিজিল অ্যাপের মাধ্যমে জমা পড়া অভিযোগের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৭৫-এ। কোথাও কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগ, আবার কোথাও প্রার্থীর বিরুদ্ধেই ভোটারদের প্রভাবিত করার পাল্টা দাবি ঘিরে সরগরম রাজনৈতিক মহল। উল্লেখ্য, আজ বৃহস্পতিবার রাজ্যের ১৫২ টি আসনে ভোট গ্রহণ চলছে । সবথেকে উদ্বেগজনক ছবি দেখা গিয়েছে বীরভূমের লাভপুর বিধানসভার ভ্রমরকল অঞ্চলে। সেখানে বিজেপির পোলিং এজেন্ট বিশ্বজিৎ মণ্ডলের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত এজেন্টের মাথা ফেটে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে এলাকায়। অন্যদিকে, মালদহের চাঁচল বিধানসভার ২২১ নম্বর বুথের ধুম সাডাগী পানপাড়া এলাকায় বিজেপির এক নির্বাচনী এজেন্টের উপর চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা। তাঁর পরনের পাঞ্জাবি ছিঁড়ে দেওয়ার পাশাপাশি শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগ উঠেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে।মুর্শিদাবাদের নওদায় দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে আমজনতা উন্নয়ন পার্টি এবং তৃণমূলের মধ্যে। শিবনগর এলাকায় দলের নেতা হুমায়ুন কবীরের কনভয়ে হামলার অভিযোগ ওঠে। তাঁর গাড়ির সামনে বাঁশ ফেলে পথ আটকানোর চেষ্টা করা হয় এবং পোলিং এজেন্টের গাড়িতে ইটবৃষ্টি করা হয়। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর বিক্ষোভ সরিয়ে হুমায়ুনকে এলাকা থেকে বের করে আনে। মুর্শিদাবাদেরই জলঙ্গি বিধানসভার মহিষমারিতে আবার ইভিএম বিভ্রাটের জেরে দীর্ঘক্ষণ থমকে থাকে ভোটদান প্রক্রিয়া। ১০১ নম্বর বুথের ভোটাররা প্রখর রোদে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হন।কোচবিহারের মাথাভাঙায়

সরাসরি বাগ্ বিতণ্ডায় জড়ান তৃণমূল ও বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলেন তৃণমূল প্রার্থী সাবলু বর্মণ। সাবলু বর্মণের অভিযোগ, '৪৭ এবং ৪৮ নম্বর বুথের ৫০ মিটার দূরে বসে মানুষকে প্ররোচিত করছেন নিশীথ প্রামাণিক। টাকা বিলোনো হচ্ছে, ঠান্ডা জল খাওয়ানো হচ্ছে।' এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের স্লোগান-পাল্টা স্লোগানে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খায়। নিশীথ প্রামাণিক এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে মেজাজি স্বরে বলেন, 'এখানে ঘেউ ঘেউ করছে। আমি পুলিশকে বলে দিয়েছি, যত ক্ষণ এখানে ওরা স্লোগানিং করবে, তত ক্ষণ এখান থেকে যাব না। স্লোগান থামবে, তার পরে যাব।'পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে আবার খেলা কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধেই মারধরের অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। বেলদার পাতলি গ্রামের ১১৮ নম্বর বুথের কাছে তৃণমূলের ক্যাম্পে জওয়ানরা চড়াও হয় বলে দাবি শাসক দলের। তাঁদের অভিযোগ, কর্মীরা যখন দলীয় কার্যালয়ে খাওয়াদাওয়া করছিলেন, তখন জওয়ানরা ভেতরে ঢুকে হামলা চালায়। ঘটনায় তিন জন তৃণমূল কর্মী আহত হয়েছেন। হলদিয়ার তৃণমূল প্রার্থী তাপসী মণ্ডলও ভোটারদের ধমকানোর অভিযোগ তুলেছেন বাহিনীর বিরুদ্ধে। তিনি জানান, বাহিনীর সদস্যদের শান্ত করার চেষ্টা করছেন তাঁরা। যদিও প্রশাসন ওই এলাকায় কঠোর নজরদারি চালাচ্ছে। সিউড়ির কুতুরা গ্রামের ২৫১ নম্বর বুথেও বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল এজেন্ট রমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। বৈধ পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও তাঁকে বুথে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। রমারঞ্জনবাবু বলেন, 'আমি এসডিও সাহেবকে জানিয়েছি। পুলিশ পর্যবেক্ষককেও জানিয়েছি। কিন্তু এখনও কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।' এদিকে ভোটদানের হারের নিরিখে সকাল ৯টা পর্যন্ত এগিয়ে ছিল পশ্চিম মেদিনীপুর (২০.৫১শতাংশ)। রাজ্যে গড় ভোট পড়েছে ১৮.৭৬ শতাংশ। আলিপুরদুয়ারে ১৭.৭০ শতাংশ এবং বাঁকুড়ায় ২০.২০ শতাংশ ভোট পড়লেও মালদহে ভোটের গতি ছিল তুলনামূলক শ্লথ (১৬.৯৬ শতাংশ)। জেলাজুড়ে দফায় দফায় অভিযোগের স্তূপ জমছে কমিশনের টেবিলে। ছবি; নওদায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় বৃহস্পতিবার দুপুরে।

কেউ চান পরিবর্তন, আবার কেউ প্রত্যাবর্তন ভোট দিয়ে আত্মবিশ্বাসী সব দলের প্রার্থীই

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যে শুরু হল প্রথম দফার হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচন। সকালের মিঠে রোদ গায়ে মেখেই বুথের বাইরে দেখা গেল ভোটারদের দীর্ঘ লাইন।

সাধারণ নাগরিকদের ভিড়ে শামিল হলেন হেভিওয়েট প্রার্থীরাও। কেউ মন্দিরে পুজো দিয়ে দিন শুরু করলেন, তো কেউ আবার পরিবারের বড়দের আশীর্বাদ নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হাজির হলেন নিজ নিজ ভোট কেন্দ্রে। বিজেপি প্রার্থীদের গলায় শোনা যাচ্ছে 'পরিবর্তন'-এর হুঙ্কার, অন্যদিকে তৃণমূল প্রার্থীরাও ঘাসফুলের 'প্রত্যাবর্তন' নিয়ে সমান আশাবাদী।

ভোটের পরিবেশে কমিশনের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীররঞ্জন চৌধুরী। ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি বলেন, 'এ বার বহুস্তরীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়েছে। ফলে ভোটকেন্দ্রে ঢুকে গিয়ে ছাপ্পা দেওয়া, বুথ দখল করা, এ সব এ বার হবে না।' তাঁর মতে, বাইরে থেকে ভয় দেখানোর চেষ্টা হলেও ভোটারদের ধাক্কা মেরে বের করে দেওয়ার চেনা ছবি এ বার অতীত। অধীরের স্পষ্ট কথা, 'নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এখনও পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে, তা সন্তোষজনক।' জয়ের পরিসংখ্যান নিয়ে বড় দাবি করলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 23-04-2026 14:26 Page 2

রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে চিরঘুমের দেশে চলে গেলেন ১৭০০ জন

এই ‘খুন’-এর জন্য দায়ী একটি হ্রদ

নয়া জামানা ডেক্স ঃ রাতের অন্ধকারে ঘুমিয়েছিলেন সকলে। সেই অভিশপ্ত রাতেই ঘুমের মধ্যেই ‘খুন’ হয়ে গেলেন ১৭০০ জন। কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পেলেন না কিছু। গ্রামবাসীর মৃদু গুঞ্জন শুনতে পেয়েছিলেন। গোটা এলাকা সাদা কুয়াশায় ঢেকে গিয়েছিল। এরপরেই একে একে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন সকলে। এই ‘খুন’-এর জন্য দায়ী একটি হ্রদ। নাম ‘নিয়স’। স্থান উত্তর-পশ্চিম ক্যামেরুন। এই বিভিষীকাময় ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে।ভাইরাল হওয়া পোস্টটিতে বলা হয়েছে যে, ১৯৮৬ সালের ২১ আগস্ট রাতে, নিয়স হ্রদের কাছে বসবাসকারী গ্রামবাসীরা আচমকা চাপা শব্দ শুনতে পান, একটি অদ্ভুত কুয়াশা লক্ষ্য করেন এবং পচা ডিমের মতো গন্ধ পান। অনেকেই দাবি করেন যে, ওই দিন কয়েক মিনিটের মধ্যেই হ্রদটি থেকে ১ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ টন কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয়। যা উচ্চগতিতে প্রবাহিত হয়ে নিকটবর্তী উপত্যকাগুলিতে ছড়িয়ে যায় এবং ঘুমন্ত মানুষদের শ্বাসরোধ করে হত্যা করে।পোস্টটিতে আরও বলা হয়েছে যে, কোনও রকম সংঘর্ষের চিহ্ন ছাড়াই ১, ৭৪৬ জন মানুষ এবং হাজার হাজার গবাদি পশু মারা যায় এবং কেবল উঁচু স্থানে বসবাসকারীরাই বেঁচে গিয়েছেন। পোস্টে আরও বলা হয়েছে যে, নিয়স হ্রদ আজও বিপজ্জনক এবং সতর্ক করা হয়েছে যে, নিকটবর্তী কিভু হ্রদ; যা আকারে অনেক বড় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ও মিথেনে পরিপূর্ণ; আরও বড় হুমকির সৃষ্টি করতে পারে।এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় নথিভুক্ত প্রতিবেদন অনুসারে, নিয়স হ্রদে প্রকৃতপক্ষে লিম্নিক অগ্ন্যুৎপাত নামে একটি বিরল ও মারাত্মক প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটেছিল। ১৯৮৬ সালের ২১ আগস্ট রাতে, প্রাচীন আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের অভ্যন্তরে সৃষ্ট মিষ্টি জলের হ্রদ নিয়স থেকে হঠাৎ করে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের এক বিশাল মেঘ নির্গত হয়, যা হ্রদের পৃষ্ঠের অনেক গভীরে আটকে ছিল। এই নির্গমনটি হঠাৎ এবং কোনও সতর্কতা ছাড়াই হয়েছিল।নিকটবর্তী এলাকার বাসিন্দারা দূর থেকে বজ্রপাতের

মতো একটি শব্দ শুনতে পাওয়ার কথা জানান। এর কিছুক্ষণ পরেই, গ্যাসের একটি অদৃশ্য মেঘ আশেপাশের গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। বাতাসের চেয়ে ভারী হওয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি থাকা অক্সিজেনকে সরিয়ে দেয়। ফলে, মানুষ ও পশুরা জ্ঞান হারায় এবং শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়, যাদের অনেকেই ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। পরবর্তীকালে সরকারি হিসাব অনুযায়ী, প্রায় ৩,০০০ গবাদি পশুর পাশাপাশি ১, ৭০০ থেকে ১,৮০০ জন মানুষ মারা গিয়েছিলেন। পাখি, পোকামাকড় এবং অন্যান্য বন্যপ্রাণীও নিহত হয়েছিল। বেশিরভাগ মৃতদেহ সেখানেই পাওয়া গিয়েছিল যেখানে তারা ছিল ; বিছানায়, বাড়িতে এবং মাঠে। শরীরে কোনও আঘাত বা ধস্তাধস্তির চিহ্ন ছিল না। ফ্রান্স ও আমেরিকার আন্তর্জাতিক দলগুলি নিয়স হ্রদে পৌঁছে অস্বাভাবিক ক্ষয়ক্ষতি লক্ষ্য করে। জলের রঙ গাঢ় বাদামী হয়ে গিয়েছিল, কাছের গাছপালা মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। প্রমাণ থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে হ্রদের উপরিভাগ থেকে একটি শক্তিশালী ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। বিজ্ঞানীরা পরে নিশ্চিত করেন যে হ্রদের তলদেশে জমে থাকা বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড জমা হয়েছিল। কোনও এক কারণে; সম্ভবত ভূমিধস, একটি মৃদু ভূমিকম্প বা হ্রদের নীচে আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপের ফলে গ্যাস উপরের দিকে উপরে উঠে আসে এবং আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।ঘটনার দু’বছর আগে ১৯৮৪ সালে ক্যামেরুনের লেক মনুন নামে আরও একটি আগ্নেয় হ্রদে ছোট আকারের লিম্নিক অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল। যার ফলে ৩৭ জন নিহত হয়েছিলেন।এই বিপর্যয়ের পর, ২০০১ সাল থেকে ইঞ্জিনিয়াররা গ্যাস নির্গমনকারী পাইপ স্থাপন করেন হ্রদে। এই পাইপগুলি হ্রদ থেকে অল্প পরিমাণে নিরাপদে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত করে। যার ফলে হ্রদের তলদেশে চাপ বৃদ্ধি পায় না। ঝুঁকি কমলেও বিজ্ঞানীরা হ্রদটির উপর নজর রেখেছেন।

ঘরে রাবার গাছ রাখলে আসবে সৌভাগ্য

নয়া জামানা ডেক্স ঃ রাবার গাছ অনেকের কাছে শুধু সাজানোর গাছ নয়, সৌভাগ্য ও অর্থ আকর্ষণের প্রতীক হিসেবেও পরিচিত। বাস্তুশাস্ত্র ও ফেং শুই অনুযায়ী, এই গাছ ঘরে বা অফিসে রাখলে ইতিবাচক শক্তি বাড়ে এবং তা নাকি ধীরে ধীরে আর্থিক উন্নতিতে সাহায্য করে। সহজভাবে বললে, রাবার গাছকে এমন একটি গাছ হিসেবে ধরা হয়, যা আপনার জীবনে নতুন সুযোগ টেনে আনতে পারে। অনেকেই বিশ্বাস করেন, এর মোটা ও চকচকে সবুজ পাতা ধন-সম্পদ এবং সমৃদ্ধির প্রতীক। এই গাছ ঘরে থাকলে কাজের নতুন সুযোগ, ব্যবসায় উন্নতি বা বাড়তি আয়ের রাস্তা খুলতে পারে, এমন ধারণা প্রচলিত রয়েছে।ফেং শুই মতে, বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব দিককে ‘ওয়েলথ কর্ণারদ বা সম্পদের দিক বলা হয়। এই জায়গায় রাবার গাছ রাখলে ভাল ফল পাওয়া যায় বলে মনে করা হয়। অফিসেও যদি এই দিকটিতে গাছটি রাখা যায়, তাহলে নাকি কাজের অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক স্থিতি বাড়তে পারে।তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার। শুধু গাছ রাখলেই সবকিছু বদলে যাবে, এমন নয়। গাছটি সুস্থ ও সতেজ রাখা খুব জরুরি। নিয়মিত জল দিতে হবে, পর্যাপ্ত আলোতে রাখতে হবে এবং পাতাগুলো পরিষ্কার রাখতে হবে। একটি সতেজ

গাছই ঘরের পরিবেশকে ভাল রাখে । শুকনো বা অসুস্থ গাছ উল্টে খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে বলেও অনেকের বিশ্বাস।এছাড়াও রাবার গাছের একটি বাস্তব উপকারিতাও রয়েছে। এটি ঘরের বাতাস কিছুটা পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। ফলে পরিবেশ আরও সতেজ ও স্বাস্থ্যকর হয়, যা মানসিকভাবেও ভাল প্রভাব ফেলে।সবমিলিয়ে, রাবার গাছ ঘরে রাখা মানে শুধু সৌন্দর্য বাড়ানো নয়, অনেকের বিশ্বাস অনুযায়ী এটি সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির প্রতীকও। যদিও এর পেছনে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ খুব বেশি নেই, তবুও একটি সুন্দর, সবুজ গাছ আপনার মন ভাল রাখতে এবং ইতিবাচক ভাবনা বাড়াতে সাহায্য করে, যা পরোক্ষভাবে জীবনে ভাল প্রভাব ফেলতেই পারে।

মসজিদ বানানোর বিরুদ্ধে রাজপথে হাজার হাজার মানুষ

নয়া জামানা ডেক্স ঃ জাপানের উপকূলীয় শহর ফুজিসাওয়া এখন এক উত্তাল জনপদে পরিণত হয়েছে, যার রেশ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দেশজুড়ে।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বেশ কিছু ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, শহরের প্রথম মসজিদ নির্মাণের প্রতিবাদে হাজার হাজার মানুষ রাজপথে নেমে এসেছেন। সাধারণ কোনও ছোটখাটো জমায়েত নয়, বরং এই বিক্ষোভে জনমানসের গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভের এক নজিরবিহীন বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। প্রতিবাদকারীদের দাবি, প্রস্তাবিত এই মসজিদের বিশাল আয়তন জাপানের স্থানীয় প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ‘শিন্তো’ উপাসনালয়গুলোকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে, যা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর এক ধরনের আঘাত বা উস্কানি।জাপানে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে স্থানীয় ঐতিহ্যের সাথে আধুনিক এই পরিবর্তনের সংঘাত আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ফুজিসাওয়ার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মসজিদ কর্তৃপক্ষের ডাকা গণশুনানিগুলো প্রায়ই বিশৃঙ্খলায় রূপ নিচ্ছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা মূলত আজানের শব্দ এবং জাপানি ঐতিহ্যের সাথে অমিল থাকা শেষকৃত্য বা কবর প্রক্রিয়া নিয়ে তীব্র আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

যদিও ‘ফুজিসাওয়া মসজিদ’ কমিটির পক্ষ থেকে বারবার আশ্বস্ত করা হচ্ছে যে তারা জাপানকে ভালোবাসেন এবং দেশের সমস্ত আইন মেনেই চলবেন, তবুও স্থানীয়দের মন থেকে ‘জনতাত্ত্বিক পরিবর্তনের’ ভয় পুরোপুরি কাটছে না।এই ঘটনার ঢেউ আছড়ে পড়েছে নেট দুনিয়াতেও।

বিশেষ করে ‘এক্স’ হ্যান্ডেলে বিশ্বজুড়ে মানুষ জাপানের এই কট্টর অবস্থানের পক্ষে-বিপক্ষে নানা মত দিচ্ছেন। অনেকেই ভারতকে উদাহরণ হিসেবে টেনে এনে বলছেন যে, নিজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সময় থাকতে রক্ষা না করলে ভবিষ্যতে অনুতপ্ত হতে হবে। আবার কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে; কীভাবে এত বড় একটি প্রকল্পের অনুমতি দেওয়া হল এবং নকশা পাসের ক্ষেত্রে স্থানীয় সেন্টিমেন্টকে কেন গুরুত্ব দেওয়া হল না, তা নিয়েও চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে এই বিতর্ক এখন আর কেবল জাপানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে সীমাবদ্ধ নেই। অনেক নেটিজেন মনে করছেন, এটি একটি নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক ধারা, যেখানে ধীরে ধীরে জনতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়। ফুজিসাওয়ার এই আন্দোলন এখন কেবল একটি ইমারত নির্মাণের বিরোধিতা নয়, বরং আধুনিকতার মোড়কে নিজেদের আদি সংস্কৃতি ও স্বকীয়তা টিকিয়ে রাখার এক মরিয়া লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। জাপানের মতো শান্ত ও সুশৃঙ্খল দেশে এই ধরনের গণবিক্ষোভ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, বহিরাগত সংস্কৃতি এবং স্থানীয় ঐতিহ্যের সহাবস্থানের বিষয়টি আগামী দিনে আরও বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে চলেছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 23-04-2026 14:26 Page 3

পরিবর্তন আনুন', তৃণমূলকে আক্রমণ বিরোধী দলনেতার

নয়া জামানা , নন্দীগ্রাম ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে ভোটের দিন সকাল থেকেই রাজনৈতিক উত্তাপ স্পষ্ট। বিজেপি প্রার্থী তথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দিন শুরু করেন শান্তিকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ তিনি বাড়ি থেকে বেরোন এবং সংবাদমাধ্যমের সামনে সংক্ষিপ্ত বার্তায় বলেন, 'পরিবর্তন চাই, পরিবর্তন আনুন।' তাঁর এই বক্তব্যে ভোটের আগে থেকেই রাজনৈতিক বার্তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এদিন তিনি গাড়ি ব্যবহার না করে ই-রিকশায় চেপে নিজের বুথের উদ্দেশে রওনা দেন। পথে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগও করেন এবং সমর্থকদের উদ্দেশে বিভিন্ন বার্তা দেন। গ্রামের পথ পেরিয়ে তিনি পৌঁছন নন্দনায়কবাড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, যেখানে তাঁর নির্ধারিত বুথ। সেখানে প্রায় আধ ঘণ্টা অবস্থান করার পর তিনি ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ভোট দেওয়ার আগে ও পরে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে ইতিবাচক মন্তব্য করেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, তভোটের আগের রাতটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যা দেখেছি, তাতে নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ধন্যবাদ জানানো যায়।দ তিনি জানান, সামগ্রিকভাবে ভোট প্রক্রিয়া সন্তোষজনকভাবেই এগোচ্ছে। তবে এর পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন তিনি। শুভেন্দুর দাবি, নন্দীগ্রামের দু'টি গ্রামে কিছু ভোটারকে ভোট দিতে বাধা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তাঁর অভিযোগ, বিজেপির পোলিং এজেন্টদের হেনস্তা করা হয়েছে এবং পিংলার ওসি চিন্ময় প্রামাণিকের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ তুলে তাঁর অবিলম্বে সাসপেনশনের দাবি জানান। ভোট দেওয়ার পর তিনি নিজের কার্যালয়ে গিয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসেন এবং কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে সারাদিনের ভোট পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, 'ভোটের সকালে গুন্ডাদের রাস্তায় থাকতে দেব না।' যদিও তিনি এ-ও স্বীকার করেন যে বড় কোনও অশান্তির খবর নেই এবং মোটের উপর ভালোভাবেই ভোটগ্রহণ চলছে। নন্দীগ্রামে দিনভর ভোটের আবহে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের মধ্যেই নজর এখন পড়েছে শেষ ফলাফলের দিকে।

ভোটের সকালে ইভিএম বিপর্যয় ! একাধিক বুথে ভোটদানে ভোগান্তি

কুঞ্জ বিহারী শর্মা,নয়া জামানা, মালদা ঃ ভোটের দিনেই ভোগান্তির এক তীব্র চিত্র সামনে এল পুরাতন মালদায়, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক ধারাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। পৌরসভার ১১ ও ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ১১৯ ও ১৩৩ নম্বর বুথ,গৌর মহাবিদ্যালয় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রেই দিনের শুরু থেকে দেখা দেয় গুরুতর ইভিএম বিপর্যয়। অভিযোগ, সকাল পাঁচটা থেকে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়েও বহু ভোটার তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি।ভোরের আলো ফোটার আগেই ভোট দেওয়ার আশায় কেন্দ্রে ভিড় জমাতে শুরু করেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু সময় গড়ালেও মেশিন ঠিক না হওয়ায় ক্রমশ বাড়তে থাকে অপেক্ষার সময়, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে ক্ষোভ ও অসন্তোষ। প্রবীণ নাগরিক থেকে শুরু করে মহিলা, যুবক,সবাইকেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় লাইনে। পরিস্থিতি এতটাই অসহনীয় হয়ে ওঠে যে, প্রসবের দিন ঘনিয়ে আসা এক গর্ভবতী মহিলাকেও বাধ্য হয়ে দীর্ঘক্ষণ লাইনে অপেক্ষা করতে দেখা যায়, যা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রশ্ন তুলছে।স্থানীয়দের অভিযোগ, বারবার জানানো সত্ত্বেও দ্রুত সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে। ফলে ধীরে ধীরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ভোটারদের মধ্যে। ক্ষুব্ধ মানুষজনের মধ্যে শুরু হয় বিক্ষোভ, ওঠে প্রশাসনের গাফিলতির অভিযোগ। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন,এমন গুরুত্বপূর্ণ দিনে কেন আগে থেকে যথাযথ প্রস্তুতি নেওয়া হল না?এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চাপা উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। ভোটের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিনে এই ধরনের প্রযুক্তিগত ব্যর্থতা শুধু সাধারণ মানুষের ভোগান্তিই বাড়ায় না, বরং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর আস্থাকেও নাড়া দেয়। এখন দেখার, প্রশাসন এই ঘটনার কী ব্যাখ্যা দেয় এবং ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি এড়াতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

ভোটের সকালেই রক্তাক্ত ডোমকল বামেদের বুথে যেতে বাধা তৃণমূলের

নয়া জামানা,ডোমকল ঃ নির্বাচনের সকালেই উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদের ডোমকল। বুধবার রাত থেকে দফায় দফায় সংঘর্ষের পর বৃহস্পতিবার সকালে ভোটদানকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। বাম সমর্থকদের ভোট দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে দ্রুত রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। স্থানীয় সূত্রের খবর, বুধবার রাত থেকেই ডোমকলের বাম ও তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে জখমও হয়েছেন বেশ কয়েকজন। বৃহস্পতিবার সকালে ফের ডোমকলের রায়পুর এলাকায় পরিস্থিতি চরম আকার নেয়। অভিযোগ, বামপন্থীদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দেয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। ভোটারদের ভয় দেখানো এবং রাস্তা আটকে রাখার অভিযোগও সামনে এসেছে।প্রাথমিকভাবে ভোটারদের একাংশ অভিযোগ করেন যে,

গোলমালের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ছিল। বারবার সাহায্য চেয়েও লাভ হয়নি বলে দাবি সিপিএম সমর্থকদের। তবে বাহিনীর কর্তারা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। পরবর্তীতে হ্যান্ডমাইক হাতে এলাকায় নামে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় জওয়ানরা। সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে তাঁদের নিরাপত্তায় বুথে পৌঁছে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ওই বুথ পরিদর্শনে যান তৃণমূল প্রার্থী হুমায়ুন কবীর। তাঁকে দেখা মাত্রই ভোটারদের একাংশ ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। যদিও ভোটদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

এই ঘটনায় ডোমকলজুড়ে চাপা উত্তেজনা। কড়া নিরাপত্তার মধ্যেও ভোটারদের বাধা দেওয়ার ঘটনায় প্রশ্নের মুখে প্রশাসনের ভূমিকা। কমিশনের নির্দেশে পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে বাহিনী।

দুপুর ১টা পর্যন্ত ভোট পড়ল ৬২ শতাংশ,শীর্ষে পশ্চিম মেদিনীপুর

নয়া জামানা ব্যুরো ঃ অশান্তির বিক্ষিপ্ত অভিযোগের মাঝেও প্রথম দফার নির্বাচনে রাজ্যজুড়ে ভোটারদের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো। বেলা ১টা পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে মোট ভোটদানের হার পৌঁছেছে ৬২.১৮ শতাংশে। সকাল থেকে বিভিন্ন বুথে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে দেখা গিয়েছে সাধারণ মানুষকে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণকেই তুলে ধরছে। জেলায় জেলায় ভোটের হারে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও সামগ্রিকভাবে চিত্র যথেষ্ট ইতিবাচক। ঝাড়গ্রামে সর্বাধিক ৬৫.৩১ শতাংশ ভোট পড়েছে, যা রাজ্যের মধ্যে অন্যতম শীর্ষে। পশ্চিম মেদিনীপুরেও ভোটের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি, সেখানে ৬৫.৭৭ শতাংশ ভোটদান হয়েছে। বাঁকুড়ায় ৬৪.৫৮ শতাংশ এবং বীরভূমে ৬৩.৯৩ শতাংশ ভোট পড়েছে, যা ভোটারদের সক্রিয়তার প্রমাণ।দক্ষিণ দিনাজপুরে ভোটের হার দাঁড়িয়েছে ৬৩.০৫ শতাংশ এবং মুর্শিদাবাদে ৬২.৭১ শতাংশ। পূর্ব মেদিনীপুরে ৬২.৯০ শতাংশ ভোট পড়েছে। অন্যদিকে, পশ্চিম বর্ধমানে ৬০.৩৭ শতাংশ, কোচবিহারে ৬০.৭৫ শতাংশ এবং আলিপুরদুয়ারে ৬০.০৩ শতাংশ ভোট রেকর্ড করা হয়েছে।

উত্তর দিনাজপুরে ভোটের হার ঠিক ৬০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তবে কিছু জেলায় তুলনামূলকভাবে ভোটের হার কম। পুরুলিয়ায় ৫৯.৮৩ শতাংশ, দার্জিলিংয়ে ৫৯.৮১ শতাংশ এবং কালিম্পংয়ে ৫৯.৫২ শতাংশ ভোট পড়েছে।

মালদায় ভোটের হার ৫৮.৪৫ শতাংশ। সবচেয়ে কম ভোটের হার লক্ষ্য করা গেছে জলপাইগুড়িতে, যেখানে দুপুর ১টা পর্যন্ত মাত্র ৩৯.৫১ শতাংশ ভোট পড়েছে। সামগ্রিকভাবে, ভোটের এই প্রবণতা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে বিকেলের দিকে ভোটের হার আরও বাড়তে পারে। প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এখন নজর, শেষ পর্যন্ত মোট ভোটের হার কত শতাংশে গিয়ে দাঁড়ায় এবং এই প্রবণতা নির্বাচনের ফলাফলে কী প্রভাব ফেলে।

শিলিগুড়িতে একের পর এক ইভিএম বিকল

নয়া জামানা,শিলিগুড়ি ঃ উৎসবের আমেজে ভোট দিতে বেরিয়েও চরম ভোগান্তির মুখে শিলিগুড়ির ভোটাররা। শনিবার সকাল থেকেই শিলিগুড়ির একাধিক বুথে যান্ত্রিক গোলযোগের জেরে ইভিএম বিকল হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। যার ফলে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও ভোট দিতে না পেরে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ। শিলিগুড়ি বিধানসভার অন্তর্গত মার্গারেট স্কুলের ৩১ নম্বর বুথে সকাল ৮টা বাজলেও ভোট গ্রহণ শুরু করা সম্ভব হয়নি। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ। তিনি দীর্ঘক্ষণ ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পরিস্থিতির তদারকি করেন। পরে তিনি সরাসরি মহকুমা শাসকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানান। শিলিগুড়ির ২৬/২৩৫ নম্বর বুথ, রামকৃষ্ণ পাঠাশালায় সকাল থেকেই যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। সেখানে মকপোল চলাকালীনই ইভিএম মেশিনটি কাজ করা বন্ধ করে দেয়। ফলে মূল ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হতেই বেশ খানিকটা দেরি হয়ে যায়। খবর অনুযায়ী, নতুন ইভিএম আনা হচ্ছে এবং সেটি সেট করার পরেই ভোট শুরু হবে।

শুধু মার্গারেট স্কুল বা রামকৃষ্ণ পাঠাশালাই নয়, শিলিগুড়ির জগদীশ হাই স্কুলেও একটি বুথে ইভিএম খারাপ হওয়ার খবর মিলেছে। তীব্র গরমে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকায় বয়স্ক ভোটারদের মধ্যে ক্লান্তি ও বিরক্তি দেখা দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে দ্রুত মেশিন মেরামতি বা বদলানোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। গণতন্ত্রের উৎসবে যান্ত্রিক বিপত্তিতে প্রশ্নের মুখে কমিশনের প্রস্তুতি।

নন্দীগ্রামে বুথ এজেন্ট নিয়ে তুমুল বিতর্ক, মুখোমুখি তৃণমূল-বিজেপি

নয়া জামানা,নন্দীগ্রাম ঃ নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের দিনই বুথ এজেন্টকে ঘিরে শুরু হল রাজনৈতিক চাপানউতোর। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, অন্তত ৫৫টি বুথে বিজেপি নিজেদের এজেন্ট দিতে পারেনি। শাসকদলের নেতা শেখ সুফিয়ান এই অভিযোগ সামনে আনতেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়ায়। তবে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে বিজেপি। বিজেপির পক্ষ থেকে পাল্টা জবাব দিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর শিবির জানায়, তৃণমূলের দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং বিভ্রান্তিকর। তমলুক সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক মেঘানাদ পাল বলেন, কোন কোন বুথে এজেন্ট নেই তা স্পষ্ট করে জানাতে হবে। তিনি দাবি করেন, বিজেপি সমস্ত বুথেই এজেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং তৃণমূল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 23-04-2026 14:26 Page 4

আলপনা দেখে বিয়ের পাত্রপাত্রী ঠিক করা হত যে গ্রামে

বাংলাদেশের নাচোল ছিল তেভাগা আন্দোলনের বড়ো কেন্দ্র। দেশভাগের আগে থেকেই ফসলের দুই তৃতীয়াংশের ওপর কৃষকের অধিকারের দাবিতে বাংলার জেলায় জেলায় প্রবল বিদ্রোহ শুরু হয়। নাচোলে চাষিদের সংগঠিত করেছিলেন ইলা মিত্র। আদিবাসী এবং কৃষকদের কাছে তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন ‘রানিমা’নামে। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হয় নাচোল।

বাংলাদেশের নাচোল ছিল তেভাগা আন্দোলনের বড়ো কেন্দ্র। দেশভাগের আগে থেকেই ফসলের দুই তৃতীয়াংশের ওপর কৃষকের অধিকারের দাবিতে বাংলার জেলায় জেলায় প্রবল বিদ্রোহ শুরু হয়। নাচোলে চাষিদের সংগঠিত করেছিলেন ইলা মিত্র। আদিবাসী এবং কৃষকদের কাছে তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন ‘রানিমা’নামে। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হয় নাচোল। তেভাগা আন্দোলন কিন্তু বন্ধ হয়নি, বরং আরো ব্যাপক হয়ে ওঠে। আজও নাচোলের গ্রামে গ্রামে ইলা মিত্র এবং কৃষক বিদ্রোহের নানা কাহিনি মুখে মুখে ফেরে।আরেকটি কারণেও নাচোলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। ইলা মিত্রের স্মৃতি বিজড়িত গ্রাম টিকইল। সেখানে গেলে আপনার মনে হবে, কোনো উন্মুক্ত আর্ট গ্যালারিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রত্যেকটি বাড়ির ভিতর এবং বাইরের দেওয়াল জুড়ে রয়েছে মন ভোলানো আলপনা। নান্দনিক গুণে অসাধারণ। কয়েকশো বছর ধরে এমনই চলে আসছে। বাংলাদেশের মানুষ টিকইলকে ডেকে থাকেন ‘আলপনা গ্রাম’ নামে। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ধার ঘেঁষে চাঁপাই-নবাবগঞ্জ জেলার গ্রাম টিকইল। এখানে প্রতিটি বাড়ির দেওয়াল, এমনকি শোয়ার ঘর কিংবা রান্নাঘরও, আলপনার ছোঁয়া থেকে বাদ যায় না। ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং ঘর সাজানোর জন্যই আলপনা দেওয়া শুরু হয়েছিল। গ্রামের দুই বাসিন্দা নয়নমণি এবং বিপতীরানী দাস নিজেরাও আলপনা আঁকেন। তাঁদের মতে, অনেক অনেক বছর আগে মাত্র কয়েকটি বাড়িতেই আলপনা হত। পরে সেই চর্চা সারা গ্রামে ছড়িয়ে যায়। গ্রামবাসীরা মনে করেন, আলপনা থাকলে সংসারে পবিত্রতা আসে এবং সবার মন প্রফুল্ল হয়ে যায়। এক সময় বাড়ির আলপনার সৌন্দর্য বিচার করে সেই পরিবার থেকে পাত্র অথবা পাত্রী নির্বাচন করতেন বয়োজ্যেষ্ঠরা।প্রধানত গ্রামের মেয়েরাই আলপনা আঁকায় পারদর্শী। তবে ছেলেরাও হাত লাগান মাঝেমাঝে। আগেকার দিনে খড়িমাটি, গিরিমাটি, লাল মাটি, আলো চাল এবং নানা প্রাকৃতিক রং ব্যবহার করা হত। কিন্তু সেই আলপনা বেশিদিন স্থায়ী হত না। এখন বাজার থেকে কেনা কৃত্রিম রং কাজে লাগান গ্রামবাসীরা।

ফলে আলপনা নষ্ট হয় না সহজে। টিকইল গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়িতে আলপনার ধরন আলাদা আলাদা। এক বাড়ির সঙ্গে অন্য বাড়ির মিল নেই। তবে দেখন বর্মনের আলপনা সবথেকে বিখ্যাত। তাঁর বাড়িকে সবাই ‘আলপনা বাড়ি’ নামে ডাকে। গৃহবধূ দেখন বর্মন বলেন, এটা আমার শখের কাজ।

এটা আমি ভালোবাসি। লোকে আমার বাসা দেখতে আসে। তাতেই আমি ভালোবাসা পাই। বাংলাদেশ সরকার থেকে একটি পাকা বাড়ি দেওয়া হয়েছে তাঁকে। আলপনা দিয়ে সবক'টি ঘর তিনি সাজিয়ে রেখেছেন। পরিদর্শন খাতাও রয়েছে দর্শনার্থীদের জন্য। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।